ভ্রমণ-কাহিনি ০৯

কাবুলের শেষ প্রহরে সৈয়দ মুজতবা আলী

ভ্রমণ-কাহিনিটির মূলভাব

বর্তমান অংশটি লেখকের বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনি 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত অংশবিশেষ। আফগান সরকারের শিক্ষা বিভাগে কাজ করার সময় লেখক কাবুলে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তাঁর গৃহপরিচারক আবদুর রহমানের সঙ্গে গড়ে ওঠে এক গভীর মানবিক সম্পর্ক। গৃহকর্ম ছাড়াও লেখকের দেখভালের প্রতিও আবদুর রহমানের ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিছুদিন পর কাবুলে হঠাৎ অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে খাবার-দাবারসহ নিরাপত্তারও সংকট দেখা দেয়। এ সংকটে লেখক ও আবদুর রহমান অল্প খাবার ভাগ করে খেতেন। এ পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে আসার জন্য লেখক বিমানের একটি আসন লাভ করেন। বিমানবন্দরে আবদুর রহমানের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের সময় আবেগঘন অবস্থার সৃষ্টি হয়। আফগানিস্তানে লেখকের উচ্চপদস্থ বহু বন্ধু থাকা সত্ত্বেও আবদুর রহমানকেই পরম বান্ধব বলে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। মানুষের প্রতি ভালোবাসার সত্যিকারের প্রকাশ জাতি বা শ্রেণিতে আবদ্ধ থাকে না– তা সর্বদেশের, সর্বকালের।

ভ্রমণ-কাহিনিটির শিখনফল : ভ্রমণ-কাহিনিটি অনুশীলন করে আমি–

- শিখনফল-১ : গৃহকর্মীর আনুগত্য ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-২ : মানবিক সম্পর্কের আনন্দ-বেদনা বুঝতে পারব।
- শিখনফল-৩ : মানুষের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন গড়ে তুলতে পারব।

লেখক-পরিচিতি

নাম : সৈয়দ মুজতবা আলী।
জন্ম : ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : সিলেটের করিমগঞ্জ।
পেশা / কর্মজীবন : আফগানিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে কর্মরত ছিলেন।
সাহিত্য সাধনা : গ্রন্থ : দেশে-বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, শবনম।
মৃত্যু : ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ।

অনুশীলন

মূল্যায়ন পদ্ধতির সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে ১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, NCTB প্রদত্ত চূড়ান্ত নম্বর বণ্টন অনুযায়ী অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় আনন্দপাঠ অংশ থেকে বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ নিচে সংযোজিত হলো। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য প্রশ্নোত্তরগুলো বুঝে প্র্যাকটিস কর।

গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০১

ক. "প্রত্যেক বিদায় গ্রহণে রয়েছে খণ্ড-মৃত্যু"– কথাটি কীসের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. 'কাবুলের শেষ প্রহরে' ভ্রমণকাহিনিটির মূল বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় তুলে ধর। ৭

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদায়ের সময় যে মানসিক কষ্ট বা যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তা যে মৃত্যুর মতো গভীর এবং অবর্ণনীয় হতে পারে সেটাই উদ্ধৃতাংশটিতে বোঝানো হয়েছে।

যখন কোনো প্রিয় ব্যক্তি বা অমূল্য কিছু ছেড়ে চলে যেতে হয়, তখন তা এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি করে যা মৃত্যুযন্ত্রণার সাথে তুলনীয়। বিদায়ের কষ্ট এমনভাবে তীব্র হতে পারে, যেন তা এক ধরনের ছোটো মৃত্যু বা খণ্ডমৃত্যু। 'কাবুলের শেষ প্রহরে' ভ্রমণকাহিনিটিতে লেখকের কাবুল শহরে অবস্থানকালের কিছু ঘটনার বর্ণনা পাই। তাঁর গৃহপরিচারক আবদুর রহমানের সাথে তাঁর একটা মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিছুদিন পর কাবুলে হঠাৎ করেই এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেখানে খাবার-দাবারসহ নিরাপত্তাজনিত সংকটও দেখা দেয়। লেখকের এই কঠিন সময়েও আবদুর রহমান সব সময় তাঁর পাশে পাশে ছিল। লেখককে যখন নিরাপত্তার স্বার্থে কাবুল ত্যাগ করতে হয়, তখন তিনি বেদনাহত হন। আবদুর রহমানের মতো মানুষদের সঙ্গে তাঁর যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, এতে সবাইকে তাঁর আত্মজন মনে হতে লাগল। ফলে এদেরকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় তাঁর মনে হচ্ছিল– তাঁর সত্তাকে যেন কেউ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে।

লেখকের সাথে কাবুলে আবদুর রহমানের মতো কিছু মানুষের হৃদ্যতার সম্পর্কের কারণে তাদের ছেড়ে যেতে তাঁর প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। তাই লেখক উপর্যুক্ত কথাটি বলেছেন।

খ 'কাবুলের শেষ প্রহরে' ভ্রমণকাহিনিটি সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। আফগানিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে কাজ করার সময় লেখক কিছুদিন কাবুলে অবস্থান করেন। সেখানে থাকাকালে তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া কিছু অভিজ্ঞতার কথা তিনি এখানে তুলে ধরেছেন গভীর অনুভূতি দিয়ে।

কাবুল শহরে অবস্থানকালে আবদুর রহমান নামের এক গৃহপরিচারক লেখকের দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে ছিল খুবই বিনয়ী, উদার ও নিষ্ঠাবান। গৃহকর্ম ছাড়াও লেখকের দেখভালের প্রতিও তার বিশেষ নজর ছিল। তার সঙ্গে লেখকের একটি গভীর মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুদিন পর কাবুলে হঠাৎ এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ফলে খাবার-দাবারসহ সব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংকট দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে মানুষ নিরাপত্তার স্বার্থে দেশত্যাগ করতে শুরু করে। লেখকও বিমানের একটি টিকিট পান। দেশে ফেরার আগে বিদায় বেলায় আবদুর রহমানের সাথে লেখকের একটি আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। আবদুর রহমান কাবুলে সব সময় লেখকের পাশে পাশে ছিল। তাঁর সব ক্ষেত্রে খেয়াল রেখে চলত। বিদায়ের সময় সে তাই এতটাই কষ্ট পায় যে, কোনো কথা না বলে চুপ হয়ে যায়। বিমানে ওঠার সময় অশ্রুসিক্ত নয়নে লেখককে বারবার বলতে থাকে– 'ব্ খুদা সপুর্দমৎ, সায়েব।' অর্থাৎ তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলাম। বিমানকে সে প্রচণ্ড ভয় পায়। তাই সে লেখকের জন্য খোদার কাছে আরও বেশি দোয়া প্রার্থনা করতে থাকে। লেখকেরও আবদুর রহমানের প্রতি অদ্ভুত এক মায়া জন্মায়। তাকে তাঁর একান্ত আত্মজন বলে মনে হয়। ফলে তাকে ছেড়ে যেতে মনে হচ্ছিল– কেউ যেন তাঁর সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। লেখকের মনে হতে থাকে "প্রত্যেক বিদায় গ্রহণে রয়েছে খণ্ড-মৃত্যু।" কেননা, সকল উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে সব সময় সে লেখকের পাশে পাশে ছিল। তাই তাকে লেখকের পরম বান্ধব মনে হয়।

দয়া, উদারতা, মানুষের প্রতি মানুষের পরম স্নেহ-ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই 'কাবুলের শেষ প্রহরে' ভ্রমণকাহিনিটি। মানুষের প্রতি শুদ্ধতম ভালোবাসার জন্য দেশ, কাল বা জাতি-ধর্ম-বর্ণ যে মুখ্য বিষয় নয়, তাই এখানে উঠে এসেছে। একজন বিদেশি হয়েও আবদুর রহমান লেখকের প্রতি যে ভালোবাসা দেখিয়েছে তা অসাধারণ। তেমনই একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়েও বিদেশি, গরিব এক গৃহপরিচারকের প্রতি লেখকের যে উদারতা, মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে তা অসামান্য। এজন্যই আফগানিস্তানে লেখকের অনেক উচ্চপদস্থ বন্ধু থাকা সত্ত্বেও আবদুর রহমানকেই তিনি পরম বান্ধব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে– চতুর্দিকের এত শুভ্র বরফের চেয়েও আবদুর রহমানের পাগড়ি শুভ্রতর ও হৃদয় শুভ্রতম। অর্থাৎ মনের দিক থেকে আবদুর রহমান অনেক বেশি উদার ও মানবিকতার অধিকারী।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০২

ক. আফগানিস্তানে লেখকের উচ্চপদস্থ অনেক বন্ধু থাকলেও তিনি কেন আবদুর রহমানকেই পরম বান্ধব বলে স্বীকৃতি দেন? ৩

খ. চতুর্দিকের বরফের চেয়েও আবদুর রহমানের পাগড়ি ও হৃদয়কে লেখকের অধিক শুভ্রতর কেন মনে হচ্ছে? 'কাবুলের শেষ প্রহরে' গল্পের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ কর। ৭

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবদুর রহমানের সাথে লেখকের একটি গভীর মানবিকতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আবদুর রহমানের সহজ-সরল, উদার মানবিকতা ও নৈতিক গুণ লেখককে মুগ্ধ করেছে। তাই লেখক তাকে পরম বান্ধব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সমাজে আমরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যখন কেউ বিপদে পড়ে, তখন অন্যরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, যা একটি পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করে। কিন্তু মাঝে মাঝে জীবনে এমন কিছু মানুষ চলে আসে যারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা দ্বারা মন জয় করে নেয়। 'কাবুলের শেষ প্রহরে' ভ্রমণকাহিনির আবদুর রহমানও তেমনই একজন ব্যক্তি যার উদার, হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ লেখককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। আফগানিস্তানে লেখকের প্রথম পরিচয় হয় এই আবদুর রহমানের সাথে। আবার শেষ দিনে সেই আবদুর রহমানই তাঁকে বিদায় জানায়। মাঝে সমস্ত উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এমনকি শেষ বিদায়কে শশ্মান ধরলে, সেই শ্মশানেও সে লেখকের পাশে পাশে কাঁদছিল। লেখক মনে করেন, স্বয়ং চাণক্য যে কয়টা পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন আবদুর রহমান সব কয়টাই উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই তাকে লেখক পরম বান্ধব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মানুষের প্রতি মানুষের যে কারণে সহানুভূতি ও দয়ালু হতে অনুপ্রেরণা দেয় ও তাগিদ জাগ্রত করে, চির আপন বলে মনে হয়, আবদুর রহমান সেসব গুণের অধিকারী ছিল বলেই লেখক তাকে আত্মজন, পরম বন্ধু হিসেবে বরণ করে নেন।

খ একজন মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন, স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী, বিনম্র ও নিঃস্বার্থ মানুষ হিসেবে আবদুর রহমানের পাগড়ি ও হৃদয়কে লেখকের কাছে বরফের চেয়েও শুভ্রতর মনে হয়েছে।

'কাবুলের শেষ প্রহরে' সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনি। এটি আফগানিস্তানের কাবুল শহরে অবস্থানকালে তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার অংশবিশেষ। আফগান সরকারের শিক্ষা বিভাগে কাজ করার সময় লেখক কাবুলে অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর গৃহপরিচারক হিসেবে আবদুর রহমান নামের একজনকে নিযুক্ত করা হয়। আবদুর রহমান ছিল শান্ত, সহজ-সরল, বিনম্র ও দায়িত্বশীল মানুষ। তার দায়িত্বজ্ঞান ছিল প্রবল। তার সঙ্গে লেখকের ভালো একটি মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রভু-ভৃত্যের বাইরে গিয়ে সবাই যে মানুষ, প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে ভালো রাখার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তা লেখক ও আবদুর রহমানের সম্পর্কে দেখা যায়। আবদুর রহমান তার সরলতা, নিষ্ঠা ও মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা লেখকের মনে স্থান পায়। কেননা, গৃহকর্ম ছাড়াও লেখকের সার্বিক দেখভালের প্রতিও ছিল তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কাবুলে যখন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখনও আবদুর রহমান লেখককে একা ফেলে চলে যায়নি। চরম খাদ্য সংকটেও লেখক ও আবদুর রহমান অল্প খাবার ভাগ করে খেতেন। নিরাপত্তার স্বার্থে লেখক দেশে ফেরার টিকিট পেলে আবদুর রহমানের মনে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তার চোখে জল আসে। বিমানবন্দরেও দেখা যায় আবদুর রহমান বিমানকে ভয় পায়। তাই সে বারবার বলতে থাকে– "তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলাম।" অর্থাৎ লেখকের যাতে কল্যাণ হয় তাই সে বারবার খোদাতালার কাছে তাঁকে সঁপে দিতে থাকে।

একজন হতদরিদ্র ভৃত্য যার কাজ কেবলই দায়িত্ব পালন করা, সেখানে দেখা যায়– আবদুর রহমান কেবলই দায়িত্বই পালন করেনি, বরং উদার মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সে লেখককে সব কাজে সাহায্যের পাশাপাশি স্বচ্ছ হৃদয়ের দ্বারা লেখকের মনেও জায়গা করে নিয়েছে।

আফগানিস্তানে প্রথম পরিচয়ের সেই আফগান আবদুর রহমান শেষ দিনের বিদায় বেলায়ও লেখকের পাশে পাশে ছিল। বহুদিন ধরে সাবান না থাকায় তার পাগড়িটি ময়লা হয়ে গেছে অর্থাৎ আবদুর রহমান হতদরিদ্র। কিন্তু মনের দিক থেকে আবদুর রহমান অতীব স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী। উদারতা, ভালোবাসা, মানবিক দৃষ্টিকোণ ও দায়িত্বশীলতায় আবদুর রহমানের হৃদয় লেখকের কাছে তাই চতুর্দিকের সাদা বরফের চেয়েও শুভ্রতম মনে হয়েছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৩

ক. আবদুর রহমান কেন চুপ থাকাটাই পছন্দ করছে? তোমার পঠিত গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. মানুষের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসার প্রকাশ কোনো জাতি বা শ্রেণিতে আবদ্ধ না হয়ে কীভাবে সর্বদেশের হয়ে ওঠে– 'কাবুলের শেষ প্রহরে' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৭

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদনাহত মন নিয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে আছে বলে আবদুর রহমান কথা বলতে পারছে না। তাই সে চুপ করে থাকাটাই পছন্দ করছে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর 'কাবুলের শেষ প্রহরে' একটি ভ্রমণ-কাহিনিমূলক রচনা। কর্মসূত্রে তিনি যখন আফগানিস্তানের কাবুলে অবস্থান করছিলেন তখনকার একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচনাটি লিখিত। এ সময় আবদুর রহমান নামের এক গৃহপরিচারক লেখকের দেখভাল করত। প্রভু-ভৃত্যের বাইরেও যে মানুষে মানুষে একটি উদার মানবিক সম্পর্ক তৈরি হতে পারে রচনাটি এর জ্বলন্ত উদাহরণ। আবদুর রহমান লেখকের প্রতি ছিল অতি যত্নশীল। একসময় দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য লেখককে নিজ দেশে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু চলে যেতে হবে জেনে আবদুর রহমান শোকাহত হয়। সে লেখকের দুহাত নিজের চোখের ওপর চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। রাস্তায় চলার সময় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য লেখক দু'একবার তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু আবদুর রহমান অশ্রুসিক্ত, বেদনাহত হওয়ায় কিছুই বলতে পারে না। তাই চুপ করে থাকে।

আবদুর রহমান ও লেখকের মধ্যকার উদার মানবিক মূল্যবোধের সম্পর্কই বিদায়বেলায় এক আবেগঘন অবস্থার সৃষ্টি করে যা সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খ পৃথিবীর সকল মানুষই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমান। পৃথিবীর যে প্রান্তেই মানুষ বসবাস করুক না কেন, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, মর্যাদা এবং অনুভূতিগুলো অভিন্ন। মানুষ যদি এই সাধারণ মানবিক মূল্যবোধ উপলব্ধি করে, তাহলে জাতি, ধর্ম বা শ্রেণি নির্বিশেষে সবাইকেই ভালোবাসা সম্ভব।

পৃথিবীর সব মানুষেরই সুখ, দুঃখ, সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, অনুভূতি থাকে। মানুষ যখন এসব অভিজ্ঞতা থেকে একে অপরকে অনুভব করে, তখনই তাদের মধ্যে একটি সাধারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা জাতি বা ধর্মের সীমা ছাড়িয়ে যায়। বিশ্বের সব মানুষ সমান এবং মানবিক মর্যাদা লাভের অধিকারী। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং একে অন্যকে সাহায্য করার মনোভাব মানুষের মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'কাবুলের শেষ প্রহরে' নামক গল্পটিতেও দেখা যায়, লেখক একজন হিন্দুস্তানি হয়েও আফগানি একজন গৃহপরিচারকের সাথে তাঁর মানবিক মূল্যবোধের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কর্মসূত্রে আফগানিস্তানে থাকাকালে আবদুর রহমান নামক এই ব্যক্তি গৃহকর্ম ছাড়াও লেখকের দেখভাল করত। তাঁর সমস্ত কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করত। এক সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়লে লেখককে সেই দেশ ত্যাগ করতে হয়। বিদায়কালে আবদুর রহমানের সাথে লেখকের এক আবেগঘন অবস্থার সৃষ্টি হয়। লেখকের টেনিস র‍্যাকেটখানি পর্যন্ত সে সাথে দিতে ভোলে না। লেখকের মঙ্গলার্থে বারবার তাকে খোদাতালার কাছে সোপর্দ করতে থাকে। লেখকেরও দেখা যায় আবদুর রহমানের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার প্রকাশ। লেখকের মতে স্বয়ং চাণক্য যে কয়টা পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন আবদুর রহমান সবকটিই উত্তীর্ণ হয়েছে। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এমনকি প্রথম দিন থেকে শেষ দিনের বিদায়বেলায় সে লেখকের পাশে ছিল। তার মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা লেখকের মন জয় করে নেয়। তাই লেখকও তাকে পরম বান্ধব বলে আখ্যায়িত করেন।

একজন ভিনদেশি মানুষের সাথে এই যে বন্ধুত্বপূর্ণ, সহানুভূতির সম্পর্ক, এটিই হলো মানুষের সত্যিকার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। যদি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও সমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই সত্যিকার ভালোবাসা জাতি বা শ্রেণির বাধা অতিক্রম করে সর্বদেশীয় হতে পারে যা 'কাবুলের শেষ প্রহরে' গল্পে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৪

ক. "আমাকে সে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছে।"– কথাটি কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে? কেন বলেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. একজন বিদেশি গৃহপরিচারকের সাথে লেখকের মানবিক সম্পর্কের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা তোমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন কর। ৭

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক "আমাকে সে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছে"– একথাটি গল্পের লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর গৃহপরিচারক আবদুর রহমান সম্পর্কে বলেছে। লেখকের মঙ্গলার্থে আবদুর রহমান বারবার তাঁকে খোদাতায়ালার হাতে সোপর্দ করছে দেখে লেখক উক্ত কথাটি বলেন।

'কাবুলের শেষ প্রহরে' একটি ভ্রমণকাহিনিমূলক রচনা। লেখকের আফগানিস্তানে কাবুল শহরে অবস্থানকালীন একটি ঘটনার ওপর গল্পটি রচিত। কাবুলে লেখকের একজন আফগান গৃহপরিচারক ছিল যার নাম আবদুর রহমান। লেখকের দেখভালের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের চেয়ে বরং মানবিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বেশি প্রকট ছিল। ফলে দেশের অরাজক পরিস্থিতিতে লেখককে যখন দেশত্যাগের জন্য বের হতে হয়, তখন বিদায়কালে এক আবেগঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আবদুর রহমান বিমান জিনিসটিকে বড্ড ভয় পায়। তাই সে লেখকের যাতে কোনো বিপদ না হয় তাই বলতে থাকে– "ব্ খুদা সপুর্দমৎ" অর্থাৎ "তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলাম।" বিমান উড়ে চলে যাওয়ার সময়ও লেখক উপর থেকে দেখতে পান আবদুর রহমান একই কথা বারবার বলেই যাচ্ছে।

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা, স্নেহ-ভালোবাসার জায়গা থেকেই আবদুর রহমান লেখকের জন্য খোদাতালার কাছে তাঁর মঙ্গল কামনা করে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

খ একজন বিদেশি গৃহপরিচারকের সাথেও যে মানবিক সম্পর্ক, একটি সুষ্ঠু, শ্রদ্ধাশীল ও আন্তরিক সম্পর্ক হতে পারে তাই প্রকাশ পেয়েছে 'কাবুলের শেষ প্রহরে' নামক গল্পটিতে। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের বাইরেও যে মানুষের প্রতি মানুষের একটি মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক হতে পারে তাই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটি চিরকালই সাধারণত হুকুম দেওয়া ও হুকুম পালনের হয়ে থাকে। সেখানে পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদার দিকটি একপাক্ষিক হয়। অথচ গৃহপরিচারককেও একজন মানুষ হিসেবে সম্মান দেওয়া, তার ব্যক্তিগত সময়, স্থান ও অনুভূতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তোলা মানুষের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। সৈয়দ মুজতবা আলী 'কাবুলের শেষ প্রহরে' নামক গল্পটিতে এমনই এক ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন, যেখানে লেখক ও একজন আফগান গৃহপরিচারকের মধ্যে এক অটুট হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। আবদুর রহমান নামক এই গৃহপরিচারক লেখকের প্রতি গভীর স্নেহ-ভালোবাসার স্বাক্ষর রেখেছে। লেখক তার প্রতি গভীর সহানুভূতি, সম্মান ও মানবিক ছিলেন বলেই আবদুর রহমান লেখককে এতটা আপন ভেবে নিয়েছে। ফলে নিরাপত্তার স্বার্থে দেশত্যাগের প্রয়োজন হলে আবদুর রহমান বেদনায় অশ্রুসিক্ত হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে লেখক কথা বলতে চাইলেও আবদুর রহমান কথা বলতে পারে না। লেখকও বেদনাহত হন। আবদুর রহমানের সাথে তাঁর এই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের ফলে তাকে লেখকের আত্মজন মনে হয়। চলে যাওয়ার সময় লেখকের মনে হচ্ছিল তাঁর সত্তাকে যেন কেউ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। আবার বিমানে ওঠার সময় আবদুর রহমান লেখকের মঙ্গলের জন্য বারবার তাঁকে খোদাতায়ালার কাছে সোপর্দ করছিল। ফলে আবদুর রহমান লেখকের মনে একটি বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। আফগানিস্তানে লেখকের প্রথম দিন থেকে বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত সে লেখকের পাশে পাশে ছিল। ফলে আবদুর রহমান হয়ে ওঠে লেখকের পরম বান্ধব, প্রবাস বন্ধু। আবদুর রহমানের সততা, নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা আর উদার মানবিক মূল্যবোধের জন্য তার পাগড়িকে শুভ্রতর এবং হৃদয়কে লেখক সাদা বরফের চেয়েও শুভ্রতম মনে হয়। এভাবেই একজন গৃহপরিচারকের সাথে লেখকের একটি মানবিক সম্পর্কের বন্ধন গড়ে ওঠে।

একটি সুন্দর, পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমেই একজন গৃহপরিচারকের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যা একে অন্যের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে সহাবস্থান করতে সহায়তা করে। 'কাবুলের শেষ প্রহরে' গল্পটিতে এরই বিশেষ চিত্রের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়।